তারিখ ..26 APR 2016.....
পৃষ্ঠা ...7... কলাম ...6......

সমকাল

এমপিওভুক্তি নিয়ে শিক্ষকদের হতাশা

■ সাব্বির নেওয়াজ

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য 'মান্থলি পে অর্ডার' বা এমপিও নিয়ে সারাদেশে শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা নেমে এসেছে। প্রায় অর্ধযুগ ধরে সারাদেশে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বন্ধ রয়েছে। শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি বন্ধ রয়েছে টানা ৫ বছর। সারাদেশের প্রায় ৮ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্তির আশায় দিন গুনছেন। শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে. ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

এমপিওভুক্তি নিয়ে শিক্ষকদের

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

এমপিওভুক্তির বিষয়ে জানতে তারা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গেও যোগাযোগ করছেন। একাধিক সংসদ সদস্য এ নিয়ে জাতীয় সংসদে জোরালো বক্তব্য রাখলেও কিছুই অগ্রগতি হয়নি। উপরন্তু চলতি বছর বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমেছে। নতুন এমপিওভুক্তি খাতে কোনো বরাদ্দও রাখা হয়নি। এ নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে ননএমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি এশারত আলী সমকালকে বলেন. তারা রাজধানীতে সমবেত হয়ে বার বার আন্দোলন করেছেন. পুলিশের পিটুনি খেয়েছেন. তবু তাদের দাবি সরকার পূরণ করেনি। তারা শিগগিরই আবারও আন্দোলনে যাবেন।

রাজধানীর মগবাজারের শেরেবাংলা স্কুল ও মহিলা কলেজের স্কুল শাখার শিক্ষক-কর্মচারীরা এমপিও পেলেও কলেজ শাখার ১৪ প্রভাষক ৮ বছর ধরে তা পাচ্ছেন না। ফলে কলেজ থেকে পাওয়া নামমাত্র বেতনে চলছে এই শিক্ষকদের সংসার। কলেজের প্রভাষক শামীমা নাসরিন বলেন. 'প্রতিষ্ঠান থেকে বেতন-ভাতা ব্যবদ যে টাকা দেওয়া হচ্ছে তা এতই কম যে. এতে সংসার চলে না। শিক্ষকরা মানবেতর জীবন-যাপন করছেন।'

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন. 'নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেওয়ার কোনো সিদ্ধান্ত আমরা এখনও নিইনি। এই কাজটি অর্থপ্রাপ্তির ওপর নির্ভর করে। এ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নেই।' সর্বশেষ ২০১০ সালে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দিয়েছিল সরকার। ওই বছর মোট ১ হাজার ৬২৬টি প্রতিষ্ঠানকে এ সুবিধা দেওয়া হয়। এরপর থেকে এমপিও বন্ধ আছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে. চলতি অর্থবছরের বাকি কয়েক মাসে নতুন করে এমপিও দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আগামী অর্থবছরের বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পেলে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সূত্র জানায়. নতুন এমপিও দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের নীতিমালা সংশোধনের কাজ চলছে। গত দুই বছরে মাধ্যমিক স্তরে কয়েকটি নতুন বিষয়. নতুন পাঠ্যসূচি চালু করায় স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় এসব নতুন বিষয়ের অন্তর্ভুক্তিসহ বিভিন্ন কারণে নীতিমালা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। নীতিমালার একটি খসড়া ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে।

২০১০ সালে মহাজোট সরকার এমপিও দেওয়ার মাধ্যমে মূলত ৬ বছরের 'এমপিও-বন্ধ্যত্ব' ঘুচিয়েছিল। এর আগে ২০০৪ সালে সর্বশেষ চারদলীয় জোট সরকার নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও দেয়। এরপর আর্থিক সংকট. এমপিও নিয়ে দুর্নীতি. এমপিওর অপব্যবহার. অপচয়সহ নানা কারণে এক প্রকার ঘোষণা দিয়েই এমপিও দেওয়া বন্ধ করা হয়েছিল। ২০১০ সালে এমপিও দেওয়ার পর আবার ৬ বছর পেরিয়ে যাচ্ছে। এ সময়ে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী সমকালকে বলেন. কোনো প্রতিষ্ঠান একবার এমপিওভুক্ত করা হলে আর কখনোই সরকারি বরাদ্দের বাইরে রাখা যায় না। চলতি অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ে যে পরিমাণ অর্থ রয়েছে. তা দিয়ে কোনোভাবেই এমপিও দেওয়া যাচ্ছে না। এক বছর দিলেই হবে না. পরবর্তী অর্থবছরে বেতন-ভাতা চালিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির নিশ্চয়তাও পেতে হবে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে।

এমপিওবিহীন প্রতিষ্ঠান হাজার হাজার : এমপিওর বিষয়ে দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে সর্বশেষ আবেদন চাওয়া হয়েছিল ২০১০ সালে। ওই বছরের ৪ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন জমা পড়েছিল ৭ হাজার ৫৩৩টি। এগুলোর মধ্যে তখন প্রায় ৪ হাজার প্রতিষ্ঠানকে 'যোগ্য' হিসেবে বাছাই করা হয়েছিল। এরমধ্যে ১ হাজার ৬২৫টি এমপিওভুক্তি পেয়েছে। যোগ্য বিবেচিত হলেও বাকি থাকে প্রায় আড়াই হাজার। আবার সারাদেশে এমপিওহীন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪ হাজার ৬৯৩টি রয়েছে. যেগুলো কোনো স্তরেই এমপিওভুক্ত নয়। এর বাইরে গত সাড়ে ৫ বছরে সারাদেশে আরও সহস্রাধিক স্কুল গড়ে উঠেছে বলে জানা গেছে। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী স্কুল ম্যাপিং. দূরত্ব কিংবা ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যা ইত্যাদি বিচারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার কথা। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগই সরকারি বিধি-বিধান মেনে গড়ে তোলা হয়নি। এর বাইরে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কিন্তু নিম্নস্তরে এমপিওভুক্ত– এমন প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৪ হাজার ৪৩৮টি। বর্তমানে সারাদেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ২৭ হাজার ৩০৭টি।

শিক্ষক এমপিওভুক্তি বন্ধ ৫ বছর ধরে : শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি ২০১১ সাল থেকে বন্ধ রয়েছে। ওই বছরের ১৩ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নতুন এমপিওভুক্তি বন্ধ করা হয়। সৃষ্ট পদে এমপিওভুক্তি বঞ্চিত শিক্ষকরা গত ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অনশন কর্মসূচি পালন করেন। এর আগে ১৪ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তারা ক্লাস বর্জন কর্মসূচি পালন করেন। শিক্ষক ঐক্য পরিষদের সভাপতি প্রদীপ চন্দ্র রায় বলেন. 'নতুন প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বন্ধ. আবার এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানেরও সৃষ্টপদে শিক্ষক এমপিওবন্ধ। তাহলে শিক্ষকরা যাবেন কোথায়?' তিনি জানান. সারাদেশের ১২ হাজার প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষক এমপিওবঞ্চিত। মন্ত্রণালয়ের জারি করা প্রজ্ঞাপন বাতিল করা হলে তারা এমপিওভুক্তি পেতে পারেন।